পলিসি ব্রিফ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রক্রিয়া: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা

প্রেক্ষাপট

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংসদ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অডিটর জেনারেলের কার্যালয় ও গণমাধ্যমের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন নিজস্ব কর্ম পরিধিতে যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা একদিকে যেমন আইনি কাঠামো, তার যথাযথ প্রয়োগ এবং তা নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাস্তব অবদানের সম্ভাবনা নির্ভর করে কমিশনের কর্ণধারদের পেশাগত যোগ্যতা, উৎকর্ষ, নিরপেক্ষতা এবং দলীয় রাজনৈতিক ও সরকারি প্রভাব এবং কারো প্রতি ভয় বা করুণার ঊর্ধ্বে থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের সামর্থের ওপর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দান করবেন।[১] তবে সংবিধানে আইন বা বিধানাবলী প্রণয়নের কথা বলা থাকলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধান অদ্যাবধি প্রণীত হয়নি। কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, বয়স, কমিশনারের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়াবলী সুস্পষ্ট না থাকায় প্রতিবার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিতর্ক ও অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

একই কারণে নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাব এ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসেবে ক্ষমতাসীন সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তিরা নিয়োগ পেয়েছেন। কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিতর্ক ২০০৬ সালে প্রকট আকার ধারণ করে। তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বিচারপতি পদে কর্মরত অবস্থায় ঐ পদে নিয়োগ প্রাপ্তি, তৎকালীন সরকারের একজন মন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কসহ নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে গঠিত নির্বাচন কমিশন মোটামুটিভাবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে এবং বর্তমানে এই কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসার প্রেক্ষিতে পরবর্তী কমিশনাররা কিভাবে নিযুক্ত হবেন সে বিষয়টি সম্প্রতি আলোচনায় উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি খসড়া আইন প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার উদ্যোগ যেমন প্রশংসনীয় তেমনই গুরুত্বপূর্ন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) মনে করে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন, নিয়োগের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নির্ধারণ এবং নিয়োগ নীতিমালা ও কাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। টিআইবি এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণা এবং ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট প্রকাশিত 'সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ কমিশনে নিয়োগ প্রক্রিয়া: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা' শীর্ষক কার্যপত্রের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করছে:

১) নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সুপারিশ

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করার জন্য জাতীয় সংসদে পাঁচ থেকে সাত (৫-৭) সদস্যবিশিষ্ট একটি **বিশেষ সংসদীয় কমিটি** গঠন করতে হবে। এই কমিটির সদস্যরা হবেন সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত সমসংখ্যক সংসদ সদস্য এবং স্পিকার।
- এ বিশেষ সংসদীয় কমিটি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য একটি **অনুসন্ধান কমিটি** গঠন করবে এবং অনুসন্ধান কমিটির কার্যক্রম তদারকি করবে। এই কমিটি দেশের বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নাগরিক, যাদের সম্পর্কে নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ নেই এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব উৎকর্ষ ও সুনামের জন্য খ্যাত এমন পেশাজীবী (যেমন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, বিচারপতি, শিক্ষক, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি) এবং বিশেষ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে পাঁচ থেকে সাত জন (৫-৭) সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এ অনুসন্ধান কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য থাকতে হবে।
- এ অনুসন্ধান কমিটি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রার্থী বাছাই এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদের অতীত ইতিহাস, কার্যক্রম ও অবদান অনুসন্ধান, তদন্ত, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে **সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি তালিকা** প্রস্তুত করে উক্ত তালিকা বিশেষ

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।"

সংসদীয় কমিটির নিকট প্রেরণ ও গণমাধ্যমে প্রকাশ করবে। প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হলে এবং এই বিষয়ে সংসদে ও গণমাধ্যমে আলোচনা করা হলে তাদের নৈতিকতা, সততা, সাহসিকতা ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

- অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা পাওয়ার পর বিশেষ সংসদীয় কমিটি প্রার্থীদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যাচাই বাছাই করবে এবং প্রয়োজনে প্রার্থী সম্পর্কে পুনঃতদন্ত করতে পারবে।
- বিশেষ সংসদীয় কমিটি প্রস্তাবিত প্রার্থীদের সম্পর্কে **পাবলিক হিয়ারিং বা গণ-শুনানি**র ব্যবস্থা করবে। গণ-শুনানিতে বিশেষ সংসদীয় কমিটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে জনগণের কাছ থেকে প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য আহ্বান করবে। বিশেষ সংসদীয় কমিটি তথ্য পাওয়ার জন্য এবং কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে কাউকে আহ্বান করতে পারবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।
- বিশেষ সংসদীয় কমিটি সকল প্রকার যাচাই বাছাই, গণ-শুনানি, বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্পন্ন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্বাচিত যোগ্য প্রার্থীদের একটি **সংক্ষিপ্ত তালিকা** প্রস্তুত করবে।
- বিশেষ সংসদীয় কমিটি উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাবে এবং গণমাধ্যমে এই তালিকা প্রকাশ করবে।
- রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকার মধ্য হতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মতো রাষ্ট্রপতি সরকার প্রধানের সাথে পরামর্শ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। বিশেষ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকার বাইরে কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন না।
- অনুসন্ধান কমিটি ও বিশেষ সংসদীয় কমিটির কার্য সম্পাদনে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- স্বাভাবিককালে সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া পদ শূন্য হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস আগে শুরু করতে হবে যাতে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা তাদের মতামত প্রদান করতে পারেন। তবে বর্তমান বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা সাপেক্ষে বর্তমান কমিশনের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই এ প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব।
- উল্লিখিত প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসাবে নির্বাচন কমিশনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে অনুসন্ধান কমিটির গঠন, কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা, মেয়াদ সংক্রান্ত বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়াও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, উচ্চ আদালত, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যাতে অনুসন্ধান কমিটির তদন্ত কার্যে যথাযথভাবে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে সে সংক্রান্ত বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২) সম্ভাব্য প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত সুপারিশ

- বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে।
- প্রশ্নাতীতভাবে উচ্চ নৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অনমিত নিরপেক্ষতা, সাহসিকতা ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণভাবে সৎ হিসেবে বিবেচিত না হন এবং বৈধ আয়ের ভিত্তিতে জীবন নির্বাহ না করেন তবে নিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
- প্রত্যক্ষভাবে কোনো দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে অথবা অতীতে বা বর্তমানে জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন বা আছেন এমন ব্যক্তি মনোনিত হতে পারবেন না। কোনো সংসদ সদস্য, কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
- পেশাগত দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।
- নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না:
  - যিনি বিভাগীয় মামলায় বা নৈতিক স্খলন বা দুর্নীতিজনিত কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হয়েছেন।
  - যিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষিত বা চিহ্নিত হয়েছেন।
  - আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দেউলিয়াত্বের দায় হতে যিনি অব্যাহতি লাভ করেননি।
  - যিনি সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত।
  - দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে যিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, যা নির্বাচন কমিশনারদের বিতর্কমুক্ত নিয়োগের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব।